# ব্যবসায়ের আইনগত দিক

**ইউনিট ৮**

রাজশাহীর মিথিলা সাহেব বাজারে একটি বিউটি পার্লার ব্যবসায় সফলতার সাথে পরিচালনা করছে। একদিন কর বিভাগের একটি দেয়াল পোস্টার 'সবাই মিলে দেব কর, দেশ হবে স্বনির্ভর' দেখে মনে নতুন ধারণার সৃষ্টি করল। সে ভাবতে লাগল, তার ব্যবসায় থেকে যে আয় হয় তা করযোগ্য কিনা? যদি করযোগ্য হয়, তাহলে অবশ্যই তার কর দেয়া উচিত। সে কর অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে কথা বলে আয়কর রিটার্ন জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরবর্তীতে সে আরো ভেবে দেখল সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য করতে হলে বিভিন্ন আইন কানুন, অধ্যাদেশ, বিধি, পলিসি, ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে শুরু থেকে পরিচালনা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন আইনের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান পালন করতে হয়। এগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও এর সফল প্রয়োগ করতে পারলে ব্যবসায়ের স্বত্ত্বাধিকারী যেমন দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে মুনাফা ভোগ করতে পারেন। পাশাপাশি ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষ যেমন-শ্রমিক, ক্রেতা, ভোক্তা, পাওনাদার, সরকার প্রত্যেকের স্বার্থরক্ষা করতে পারেন। এই ইউনিট শেষে আপনারা ব্যবসায়ের বিভিন্ন আইনগত দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ** |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**


পাঠ-৮.১ : ব্যবসায়ের আইনগত দিক সম্পর্কে ধারণা
পাঠ-৮.২ : পেটেন্টের ধারণা, সুবিধা ও নিবন্ধন
পাঠ-৮.৩ : ট্রেড মার্কের ধারণা ও সুবিধা
পাঠ-৮.৪ : কপিরাইট আইনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, নিবন্ধন ভঙ্গ করার পরিণতি
পাঠ-৮.৫ : বিমার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও বিমা করার প্রক্রিয়া
পাঠ-৮.৬ : পরিবেশ আইন ও ব্যবসায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ
পাঠ-৮.৭ : ISO সম্পর্কে ধারণা ও এর গুরুত্ব
পাঠ-৮.৮ : বিএসটিআই এর ধারণা ও কার্যাবলি


## পাঠ-৮.১ ব্যবসায়ের আইনগত দিক সম্পর্কে ধারণা

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- ব্যবসায়ের আইনগত দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, বিমা, পরিবেশ আইন, পরিবেশ দূষণ, বায়ুদূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ, রাসায়নিক বর্জ্য, আইএসও. বিএসটিআই |

## ব্যবসায়ের আইনগত দিক সম্পর্কে ধারণা

আমরা জানি যে, সমাজের তথা রাষ্ট্রের আইনগত কাঠামোর মধ্যেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হয়। তাই মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারলেই মালিকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করে থাকে। এসকল আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে এবং সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরন না করলে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আকার ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন আইন মেনে চলতে হয়। নিম্নে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরন ও কার্যক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আইনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো:

| প্রতিষ্ঠানের ধরন ও কার্যক্ষেত্র | প্রাসঙ্গিক আইন |
|---|---|
| সকল ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান | ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত বিধান ও আয়কর আইন, ১৯৮৪ |
| অংশীদারি ব্যবসায় | অংশীদারি আইন, ১৯৩২ |
| যৌথ মূলধনি ব্যবসায় | কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ |
| পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান | পেটেন্ট ও ট্রেড মার্ক আইন, ১৯১১ |
| খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান | বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্য সামগ্রী অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ |
| ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান | ঔষধ নীতি, ১৯৪০ |
| পণ্যদ্রব্য ওজনে বিক্রি হয় এমন যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য | ওজন ও পরিমাপের মান সম্পর্কিত আইন, ১৯৮২ |
| আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান | আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০<br>বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৪৭<br>মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ |
| ব্যাংক ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান | ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১<br>হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ |
| বিমা ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান | বিমা আইন, ২০১০ |
| কারখানা আছে এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য | কারখানা আইন, ১৯৬৫ |
| পরিবহণ ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান | ১৮৬৫ সালের বাহক আইন<br>১৮৯০ সালের বাহক আইন (রেলপথের জন্য)<br>১৯৩৪ সালের বাহক আইন (আকাশ পথের জন্য)<br>১৯২৫ সালের পণ্য বহন আইন (নৌপথের জন্য) |

উপরের ছক থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইন রয়েছে। একজন ব্যবসায়ীকে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন সম্পর্কে অবশ্যই সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ** | একটি বিউটি পার্লার পরিচালনাকারী ব্যবসায়ীর কোন ধরনের আইন ও বিধিবিধান মেনে চলতে হবে তা উল্লেখ করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের আইনগত কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়।
- প্রতিষ্ঠানের আকার ও ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন আইন মেনে চলতে হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা স্বার্থ সংরক্ষিত হয়–

(i) মালিক পক্ষের;

(ii) ভোক্তাদের;

(iii) শ্রমিকদের।

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২. কোন্ সালের আইন দ্বারা অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালিত হয়?

(ক) ১৯১২ (খ) ১৯৩২

(গ) ১৯৮৪ (ঘ) ১৯৯৪

৩. কত সালের আইন দ্বারা বিমা ব্যবসায় পরিচালিত হয়?

(ক) ১৯৩২ (খ) ১৯৩৮

(গ) ১৯৮৪ (ঘ) ২০১০

৪. পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক আইনটি কোন্ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য?

(ক) খুচরা বিক্রেতা (খ) পাইকারি বিক্রেতা

(গ) উৎপাদনকারী (ঘ) ডিলার

## পাঠ-৮.২ পেটেন্টের ধারণা, সুবিধা ও নিবন্ধন

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- পেটেন্টের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পেটেন্টের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পেটেন্টের নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | বুদ্ধিভিত্তিক সম্পত্তি বা মেধা সম্পদ |

### পেটেন্ট এর ধারণা

পেটেন্ট হলো এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বা মেধাসম্পদ (Intellectual Property)। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নতুন পণ্য উদ্ভাবন করেন বা প্রচলিত কোনো বস্তু বা পণ্যের উন্নয়ন করেন বা আবিস্কারের কোনো নতুন কৌশল উদ্ভাবন করেন, তবে তাঁকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সেসব উদ্ভাবনী স্বত্ব ব্যবহারের একচ্ছত্র (elite) অধিকার প্রদান করা হয়, তাই Patent। সাধারণত স্বত্ব ব্যবহারের এই ধরনের অধিকার খাদ্য ও সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রে ১৪ বছর এবং ঔষধের ক্ষেত্রে ৭ বছর পর্যন্ত মেয়াদ প্রদান করা হয়। Patent প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি নিজে সংশ্লিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারবেন এবং কোনো ব্যক্তিকেও লাইসেন্স প্রদান করতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে স্বত্বাধিকারির সম্পত্তি জনগণের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ, সহজভাবে আমরা বলতে পারি, পেটেন্ট হলো উদ্ভাবকের উদ্ভাবিত কোনো পণ্য বা দ্রব্য ব্যবহারের একচেটিয়া ব্যবহারের অধিকারের দলিল বা আদেশনামা। বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য ১৯১১ সালের Patent Act. দ্বারা এই অধিকার প্রদান করা হয় এবং পেটেন্ট নিয়ন্ত্রিত হয়। পেটেন্ট এক ধরনের সম্পত্তি যা Intellectual Property Law বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইনের অন্তর্ভূক্ত। পেটেন্ট প্রাপ্তি বা অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি নিচের তিনটি উপাদানের ভিত্তিতে আবেদন করতে পারেন:

১. নতুনত্ব (Novelty);
২. উৎপাদনক্ষম পদক্ষেপ (Inventiveness);
৩. বাণিজ্যিক সুবিধাদি (Industrial Facility)।

PCT (Patent Co-operation Treaty) অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন ফর্মে উল্লিখিত বিষয় পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ও নির্ধারিত ফি'সহ পেটেন্ট অফিসে জমা দিতে হয়। PCT হলো পেটেন্ট পাবার ক্ষেত্রে আবেদন করার যে বিষয়গুলো প্রয়োজন বা কীভাবে পেটেন্ট আবেদন করতে হয়, তার তথ্য সম্বলিত একটি নীতিমালা যা সর্বশেষ ১৯৮৪ সালের সর্বশেষ সংশোধনী আকারে প্রবর্তিত হয়।

### পেটেন্টের সুবিধা

পৃথিবীতে নতুন কোনো আবিষ্কার যেমন জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, পেটেন্টও তেমনি উদ্ভাবকসহ অন্যান্য সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের নতুন কোনো আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে উৎসাহিত করে থাকে। পেটেন্টের মাধ্যমে ২০, ৫০ ও ১০০ বছরের পুরাতন বিষয়গুলো বাদ দিয়ে গবেষণার মাধ্যমে নতুন বিষয়বস্তু আবিস্কারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। কোনো উদ্ভাবকের মধ্যে লুক্কায়িত জ্ঞানের বিকাশ ঘটে মূলত: নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টি হলে। পেটেন্ট কোনো উদ্ভাবকের পূর্বে ব্যবহৃত গাণিতিক নিয়ম বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রদান করা থেকে বিরত রাখে। অনৈতিক আবিস্কার ও অকল্যাণকর ঔষধ, খাদ্য ইত্যাদি উদ্ভাবন থেকে বিরত রাখতে পেটেন্ট সর্বদাই সচেষ্ট। Petentee তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে একচেটিয়া বা

একচ্ছত্রভাবে তাঁর উদ্ভাবন ব্যবহার করতে পারেন, বিক্রয় করতে পারেন বা তার মতই ব্যবহারের জন্য অন্যকে লাইসেন্স প্রদান করতে পারেন। অর্থাৎ নিজের সম্পত্তির মতোই তিনি এটি ভোগ করতে পারেন। পেটেন্ট এর নতুন আবিস্কার উৎপাদনমুখী হলে তা উৎপাদন বৃদ্ধি কিংবা নতুন উৎপাদনের ক্ষেত্রে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত করে থাকে। একজন প্রযুক্তিগ্রহীতা বিদেশ থেকে নতুন প্রযুক্তি আমদানি করলে তার ব্যবহার, ভোগ ও উপযোগিতার জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় এবং এক্ষেত্রে তিনি পেটেন্ট গ্রহণ করেন যেন অন্যরা ইচ্ছেমত উক্ত প্রযুক্তি মুক্তবাজারে বাজারজাতকরণ করতে না পারেন। এভাবে অন্যরাও ভিন্ন প্রযুক্তি আমদানি করে এবং পেটেন্ট গ্রহণ করে লাভবান হতে পারেন। এছাড়াও কৃষি প্রযুক্তিতে যদি কোনো উদ্ভাবনকে পেটেন্ট দিয়ে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তবে উক্ত ব্যক্তি উৎসাহিত হয়ে আরো নতুন কৃষি প্রযুক্তি আবিস্কার করবেন এবং কৃষি ক্ষেত্রেও উন্নয়ন সম্ভব হবে। একইভাবে শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশরক্ষায় ও জাতীয় নিরাপত্তায় অস্ত্র প্রযুক্তির ব্যবহারেও যদি পেটেন্ট না থাকে তাহলে অবাধ উৎপাদন ও ব্যবহারে নিরাপত্তা কাঠামো ভেঙে যেতে পারে।

পেটেন্ট ব্যবহার করে নিম্নলিখিত সুবিধা হয়-

১. একচেটিয়া অধিকার;
২. দীর্ঘস্থায়ী সুনাম;
৩. ব্র্যান্ড ইমেজ;
৪. বিক্রয় বৃদ্ধি
৫. নকল প্রতিরোধ।

**পেটেন্ট নিবন্ধন**

পেটেন্ট আইন ১৯১১ এর ৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি তিনি যে কোনো দেশের নাগরিক হোক না কেন, তিনি নিজে বা অন্য কারোর সাথে একত্রে পেটেন্ট - এর জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনে এই মর্মে ঘোষনা থাকতে হবে যে, তিনি যে আবিস্কারের জন্য পেটেন্ট অর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন, সেই আবিস্কার তার দখলে আছে।

চিত্রঃ পেটেন্ট নিবন্ধনের পদ্ধতি

**(ক) পেটেন্ট- এর জন্য আবেদন (ধারা ৬):** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিতভাবে নির্ধারিত ফিসহ Patent অফিসে উদ্ভাবিত বিষয়টির জন্য পেটেন্টের আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র দুই ধরনের হতে পারে:

১. Provisional Specification (সাময়িক সুনির্দিষ্টকরণ)
২. Complete Specification (সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্টকরণ)

আবেদনপত্র যদি Provisional Specification হয় তাহলে উক্ত আবেদনের তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে Complete Specification জমা দিতে হবে, অন্যথায় আবেদন বাতিল হয়ে যাবে। Complete Specification এ আবিষ্কারটির সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা এবং উদ্ভাবন পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে। পেটেন্ট আইনের ১১(৪) ধারা অনুযায়ী Complete Specification এ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ থাকতে হবে:

১. উদ্ভাবিত বিষয়টি কার্যে বা বাস্তবে পরিণত করার সর্বাপেক্ষা পদ্ধতিটি উল্লেখ করতে হবে;
২. আবিষ্কার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও বিশদ বর্ণনা এবং উদ্ভাবন পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে;
৩. উদ্ভাবনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে হবে;
৪. Provisional Specification এ সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ভাবনটির বর্ণনা দিতে হবে;

৫. একটি আবেদনে কেবলমাত্র একটি আবিষ্কার বা উদ্ভাবনী সম্পর্কে বলা যাবে।

(খ) **আবেদনপত্র যাচাইকরণ (ধারা ৭):** আবেদনপত্রটি পাওয়ার পর পেটেন্ট অফিসের নিবন্ধক বা কন্ট্রোলার আবেদনপত্রটি যথাযথ ও আইনগতভাবে করা হয়েছে কিনা বা আবেদনপত্রটি বাতিল করার আইনগত কোনো দিক আছে কিনা, উদ্ভাবনটি পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে কিনা, কিংবা পূর্বেই অন্য কেউ একই আবিষ্কারের জন্য আবেদন করেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো নথিপত্রের ভিত্তিতে পরীক্ষা করে নির্ধারণ করবেন।

(গ) **ত্রুটি-বিচ্যুতি সনাক্তকরন ও সংশোধন (ধারা ৮):** দলিলাদি পরীক্ষা করে যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা আপত্তি পরিলক্ষিত হয় তাহলে পরীক্ষক আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ করে তার সমাধান দেবেন। যদি এভাবে আপত্তিকর অংশের জন্য সমাধান দেয়া না যায় তাহলে কন্ট্রোলার আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেবেন। শুনানি সন্তোষজনক হলে আবেদনপত্রটি গৃহীত হবে, অন্যথায় বাতিল হবে।

(ঘ) **নোটিশ জারি (ধারা ৯):** অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তির উক্ত কর্মের বা উদ্ভাবনের বিষয়ে বিরোধিতা থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩ মাসের মধ্যে কন্ট্রোলারের বরাবর বিরোধিতা করে নোটিশ দেবেন। নিবন্ধক বা Controller উক্ত নোটিশের কপি আবেদনকারির কাছে পাঠাবেন এবং আবেদনকারি নোটিশ প্রাপ্তির ১ মাসের মধ্যে কন্ট্রোলার বরাবর লিখিত জবাব দেবেন। এরপর কন্ট্রোলার উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানির মাধ্যমে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(ঙ) **পেটেন্ট প্রদান (ধারা ১০):** আবেদনপত্র বিবেচনা সাপেক্ষে গৃহীত হলে আবেদনকারীর অনুরোধক্রমে কন্ট্রোলার অফিস তাতে সিল দেবেন এবং পেটেন্ট মঞ্জুর করবেন। তবে সিল দেয়ার সাথে সাথেই পেটেন্ট প্রদানের কাজ সমাপ্ত হয়ে যায়। আবেদনকারী যদি পেটেন্টে তাঁর নাম সংযুক্ত করতে চান তাহলে কন্ট্রোলারকে জানাতে হবে এবং কন্ট্রোলার সন্তুষ্ট হলে উদ্ভাবক হিসেবে আবেদনকারীর নাম পেটেন্টের Complete Specification এ এবং রেজিষ্ট্রারে উল্লেখ করবেন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে পেটেন্ট প্রদান করা হয়।

(চ) **পেটেন্ট রেজিস্ট্রার (ধারা ২০):** পেটেন্ট কার্যালয়ে একটি বই সংরক্ষণ করা হয় যা পেটেন্ট রেজিস্ট্রার নামে পরিচিত। উক্ত বইতে পেটেন্টগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা, স্বত্বনিয়োগ এবং পেটেন্ট হস্তান্তর, পেটেন্টের লাইসেন্স, পেটেন্ট সংশোধন, বর্ধিতকরণ ও প্রত্যাহারের বিজ্ঞাপন, পেটেন্টের বৈধতা, মালিকানায় নির্ধারিত বিষয়, পেটেন্টের মেয়াদ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | আপনি গবেষণা করে উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ উদ্ভাবন করেছেন। কিভাবে তা পেটেন্ট করবেন বর্ণনা করুন। পেটেন্ট ব্যবহারের আরো ৩টি সুবিধা উল্লেখ করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- সাধারণত নিবন্ধনের যাবতীয় শর্তাদি যথাযথভাবে পূরণ করা হলে আবেদনের ১৫০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়। নিবন্ধনের তারিখ হতে এটা ১৬ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। নবায়নের জন্য আবেদন করলে আবার ১০ বছরের জন্য নবায়ন করা যায়।
- বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ৩ মাসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা করলে তা নিষ্পত্তি করার পর সন্দেহমুক্ত হলে নিবন্ধন করা হয়।
- ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিতভাবে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিবন্ধকের নিকট আবেদন দাখিল করতে হয়।
- দাখিলকৃত আবেদন যাচাই-বাছাই এবং ত্রুটিযুক্ত আবেদন হলে তা প্রত্যাখান এবং সঠিক আবেদনের ক্ষেত্রে তা গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি প্রদান।
- আবেদনপত্র বিবেচনা সাপেক্ষে গৃহীত হলে আবেদনকারীর অনুরোধক্রমে কন্ট্রোলার অফিস তাতে সিল দেন এবং পেটেন্ট মঞ্জুর করেন।

- পেটেন্ট হলো এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বা মেধাসম্পদ।
- নতুন পণ্য উদ্ভাবন বা অস্তিত্বসম্পন্ন পণ্যের উন্নয়ন বা আবিস্কারের নতুন কৌশলের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য।
- একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এই পেটেন্ট কাজ করে।
- নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্তের পর তা জনসম্পদে রূপান্তরিত হয়।
- ১৯১১ সালের Patent Act দ্বারা এটা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
- পেটেন্টের মাধ্যমে পণ্যের আবিস্কারক বা প্রথম উৎপাদনকারী পণ্য উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেন।
- পেটেন্ট পণ্য বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।
- পেটেন্টের দ্বারা পণ্যের ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়ে।
- পেটেন্টের দ্বারা পণ্যের নকল প্রতিরোধসহ এর বাজার বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দেয়া যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পেটেন্ট কোন্ ধরনের সম্পত্তি-
   (ক) চলতি (খ) স্থায়ী
   (গ) অস্পর্শনীয় (ঘ) অহস্তান্তরযোগ্য

২. পেটেন্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় কোথায়?
   (ক) ইংল্যান্ড (খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
   (গ) কানাডা (ঘ) সুইজারল্যান্ড

৩. পেটেন্ট গুরুত্ব বেড়ে যায় কোন ঘটনার মাধ্যম্যে?
   (ক) শিল্প বিপ্লব (খ) সিপাহী বিদ্রোহ
   (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (ঘ) মহামন্দা

৪. পেটেন্ট দ্বারা পণ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন-
   (ক) আবিস্কারক (খ) পাইকার
   (গ) খুচরা বিক্রেতা (ঘ) ডিলার

৫. পেটেন্ট হলো-
   (i) উৎপাদিত পণ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার;
   (ii) অস্পর্শনীয় সম্পত্তি;
   (iii) একটি প্রতীক।
   নিচের কোনটি সঠিক?
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৮.৩ ট্রেড মার্কের ধারণা ও সুবিধা

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- ট্রেড মার্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ট্রেড মার্কের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | উদ্ভাবিত, রেজিস্ট্রি |

## ট্রেড মার্ক এর ধারণা

১৯৪০ সালের বৃটিশ 'Trade Mark Act. 1940 আইনটি রহিত করে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ট্রেডমার্ক আইন পাস হয়। ট্রেড মার্কের Common Law অনুযায়ী ১৮৮৪ সালে বিচারপতি Lord Wetbury একটা রায়ে উল্লেখ করেন যে, ট্রেডমার্ক হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রতীক বা চিহ্ন, যার দ্বারা বুঝানো হয় যে, উক্ত জিনিস কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির।

ট্রেডমার্ক হলো একপ্রকার চিহ্ন বা প্রতীক বা লোগো যা দেখামাত্র ব্যবহারের সময় কোনো ব্যক্তি পণ্যের সাথে স্বত্ত্বাধিকারীর সম্পর্ক বুঝতে পারবে। অর্থাৎ উক্ত চিহ্ন বা প্রতীক সকলের নিকট পণ্য বা সেবাটিকে পরিচিত করে তোলে। অনেক সময় একে পণ্য প্রতীক হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। ব্যবসায়ে অনুরূপ অন্য পণ্য হতে নিজস্ব পণ্যকে স্বতন্ত্র বা আলাদা করার লক্ষ্যে এই প্রতীক বা ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা হয়। ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে অন্যান্যদের পণ্যের ট্রেডমার্ক বা প্রতীক থেকে এটি যেন আলাদা হয়। তবে মোড়ক প্রতীকের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ: মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর ট্রেডমার্ক বা প্রতীক সিমের উপর প্রিন্ট করা থাকে এবং তা দেখেই বোঝা যায় কোন সিম কোন কোম্পানির। ট্রেডমার্ক এর সাথে উদ্ভাবিত পণ্যের একটি বর্ণনামূলক তাৎপর্য থাকে যা ব্যবহারকারীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন- উলের পণ্যের জন্য "All Wool" বৈদ্যুতিক পণ্যের জন্য "Electrics" ইত্যাদি। আবার বিস্কুটের প্যাকেটের উপর যদি সুদৃশ্য বিস্কুটের ছবি এঁকে কোম্পানির নাম লেখা হয়, তবে পণ্যের সাথে তা সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, কিন্তু প্যাকেটের গায়ে শুধু 'বিস্কুট' লিখে দিলে বিস্কুট সম্পর্কে কোনো কিছুই নির্দেশিত হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত প্যাকেটটি খুলে দেখা হয়। তবে কোনো ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের দিন থেকে ৭ বছর বলবৎ থাকে। নবায়নের জন্য আবেদন করলে পুনরায় ১০ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়।

## ট্রেডমার্ক এর সুবিধা

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার উদ্ভাবিত পণ্য বা সেবার জন্য ট্রেডমার্ক স্বত্বাধিকারী হলে উক্ত পণ্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে উক্ত ট্রেডমার্কটি আইনগতভাবে একচেটিয়া ব্যবহারের অধিকার পাবে। যদি ট্রেডমার্কের স্বত্ব কেউ লঙ্ঘন করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আদালতে স্বত্বাধিকারী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। আইন দ্বারা ট্রেডমার্ক সুরক্ষিত। অর্থাৎ নিবন্ধিত সত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত উক্ত ট্রেডমার্ক অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারবে না। ট্রেডমার্ক কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার মান ও গুণাগুণকে নির্দেশ করার মাধ্যমে সুনাম অর্জনে সচেষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত ক্রেতা পণ্য বা সেবার প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করে শুধু প্রকৃত ট্রেডমার্কের উপর নির্ভর করে পণ্য ক্রয় করে থাকে। অনেক ক্রেতাই আছেন উৎপাদিত পণ্যের প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম জানেন না, কিন্তু ট্রেডমার্ক খুবই পরিচিত এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত ট্রেডমার্ক ব্যতীত পণ্য ক্রয় হতে বিরত থাকেন। তাই ট্রেডমার্ক প্রতিষ্ঠানের সুনাম এমনভাবে সম্প্রসারিত করে যে, বাজারে উক্ত ট্রেডমার্কের পণ্য বা সেবা নিয়ে একচেটিয়া (Monopoly) ব্যবসায় করা সম্ভব হয়। সুতরাং ট্রেডমার্ক এক ধরনের সম্পত্তি যা Intellectual Proporty Law বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইনের অন্তর্ভুক্ত।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | একটি বৈদ্যুতিক ফ্যানের ট্রেডমার্ক কিরূপ হবে তা লিখুন।<br>নিচের ছকে ট্রেডমার্কের ৩টি সুবিধা উল্লেখ করুন।<br>•<br>• |

## সারসংক্ষেপ

- ট্রেডমার্ক হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রতীক বা চিহ্ন, যার দ্বারা বুঝানো হয় যে, উক্ত জিনিস কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির।
- ব্যবসায়ে অনুরূপ অন্য পণ্য হতে নিজস্ব পণ্যকে স্বতন্ত্র বা আলাদা করার লক্ষে এই প্রতীক বা ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা হয়।
- ট্রেডমার্ক এর সাথে উদ্ভাবিত পণ্যের একটি বর্ণনামূলক তাৎপর্য থাকে যা ব্যবহারকারীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।
- কোনো ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের দিন থেকে ৭ বছর বলবৎ থাকে।
- নবায়নের জন্য আবেদন করলে পুনরায় ১০ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়।
- আইন দ্বারা ট্রেডমার্ক সুরক্ষিত।
- একবার কোনো পণ্যে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন হলে অন্য কেউ তা ব্যবহার করতে পারে না।
- ট্রেডমার্ক পণ্যের ক্রেতার মনে অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করে।
- ট্রেডমার্ক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইনের অন্তর্ভুক্ত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশে প্রচলিত ট্রেডমার্ক আইনটি প্রবর্তিত হয় কত সালে?
   (ক) ২০০২ (খ) ২০০৯
   (গ) ২০১০ (ঘ) ২০১১

২. ট্রেডমার্ক হলো এক প্রকার-
   (ক) প্রতীক (খ) সংকেত
   (গ) নির্দেশ (ঘ) ইঙ্গিত

৩. কোনো ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের দিন থেকে কত বছর পর্যন্ত কার্যকরি থাকে?
   (ক) ৩ (খ) ৫
   (গ) ৭ (ঘ) ১০

৪. কোনো পণ্যকে অন্যের পণ্য হতে স্বতন্ত্র করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত চিহ্ন-
   (ক) কপিরাইট (খ) পেটেন্ট
   (গ) ট্রেডমার্ক (ঘ) লাইসেন্স

৫. Pepsi চিহ্নটি কী?
   (ক) ট্রেডমার্ক (খ) পেটেন্ট
   (গ) কপিরাইট (ঘ) আইনগত সনদ

# পাঠ-৮.৪ কপিরাইট আইনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, নিবন্ধন ভঙ্গ করার পরিণতি

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- কপিরাইট আইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কপিরাইট এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- কপিরাইট নিবন্ধন ভঙ্গ করার পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | শিল্পকর্ম, কপিরাইট |

## কপিরাইট আইনের ধারণা

কপিরাইট হচ্ছে এমন একটি স্বত্ত্ব যা আইন দ্বারা সংগীত, সাহিত্য, শিল্পকর্ম, গান, নাটক, লিখিত বই, চলচ্চিত্র, শব্দ, রেকর্ডিং, মাল্টিমিডিয়া ও সফটওয়্যার ইত্যাদি সৃজনশীল যে কোনো Intellectual Property বা মেধাজাত কর্ম সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সবাই নিজেদের চিন্তা-চেতনা বা সৃষ্ট কর্ম সম্পর্কে সচেতন। বর্তমানে অনেক গুণী ও মেধাবী মানুষের মেধাজাত এ সকল কর্ম অনেক অসাধু ব্যক্তির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ: লেখকের অনুমতি ছাড়াই গল্পের বই বের করা, কোনো অনুষ্ঠানের উপস্থাপিত নাচ বা গান রেকর্ড করে বাইরে বিক্রি করা, কোনো বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রকর্ম অনুমতি ছাড়াই বইতে ছাপানো ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মালিক ছাড়া অন্য কেউ ব্যবহার করতে চাইলে তাকে মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয় অথবা লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। এসব কর্ম কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অনৈতিকভাবে বাণিজ্যিকীকরণ করে আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হচ্ছে, যা প্রকৃত মালিকদের জন্য দুঃখজনক। কপিরাইটের যিনি মালিক, আইনসম্মতভাবে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ ভোগ অধিকার একমাত্র তারই, অন্য কারোর নয়। এ অধিকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই কারণে বিদেশি বই-পুস্তক দেশে পুনঃপ্রদর্শন, পুণঃমুদ্রণ পুনরুৎপাদন, চলচ্চিত্র ও ভিডিও ফিল্মের পুণঃপ্রচার, পুণঃপ্রদর্শন, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ব্যবহার ও হস্তান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি কপিরাইট আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই অধিকার যদি অন্য কেউ অবৈধভাবে ভোগ করে, তাহলে কপিরাইট আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ১৯১২ সালে কপিরাইট আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে কপিরাইট আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৮ জুলাই প্রবর্তিত) এর সংশোধনী আইন ২০০৫ এর অধীনে কপিরাইট বিধিমালা ২০০৬ কার্যকর। কপিরাইট আইনানুযায়ী মূল প্রণেতার জীবনকালে প্রকাশিত মৌলিক কর্মটির কপিরাইট তাঁর মৃত্যুর পরবর্তি বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। যেমন আমাদের দেশের হুমায়ুন আহমেদ যেসব সাহিত্য রচনা করে গেছেন তার কপিরাইট তাঁর মৃত্যুর ৬০ বছর পর পর্যন্ত তাঁর পরিবারের থাকবে। তবে যে কোনো মৌলিক সৃষ্টিকর্মের আইনগত স্বত্ত্ব বা কপিরাইট অর্জন করার জন্য সেটা রাষ্ট্রের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

## কপিরাইট আইনের বৈশিষ্ট্য

সাহিত্য, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র, প্রভৃতি ক্ষেত্রে মৌলিক সৃষ্টি কর্মের আইনগত অধিকার কিভাবে তৈরি হবে, তার সুবিধাভোগী কে হবে এবং তৃতীয় কেউ উক্ত মৌলিক কর্মটি নকল করার চেষ্টা করলে তার পরিণতি কি হবে– এসব বিষয়ের আইনগত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় কপিরাইট আইনে। কপিরাইট আইনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. **মৌলিক সৃজনশীলতার স্বীকৃতি:** কপিরাইট আইনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এর মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম বা চলচ্চিত্র বিষয়ক যে কোনো মৌলিক সৃজনশীলকর্মের স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা হয়।

২. **আইনগত সুরক্ষা:** কপিরাইট আইনের মাধ্যমে যে কোনো মৌলিক সৃষ্টি কর্ম ও তার প্রণেতার আইনগত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

৩. **মূল প্রণেতার অধিকার রক্ষা:** কপিরাইট আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হল এর মাধ্যমে কোনো সৃষ্টি কর্মের মূল প্রণেতার মালিকানাস্বত্ব বা সৃষ্টিকর্মের উপর একচেটিয়া অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মৌলিক সৃষ্টি কর্ম একটি মেধাস্বত্ত্ব বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি, এই সম্পত্তি রক্ষার জন্য কপিরাইট আইনের প্রয়োজন রয়েছে।

৪. **নিবন্ধনের ব্যবস্থা:** উল্লেখযোগ্য কপিরাইট আইনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল কোনো মৌলিক সৃষ্টি কর্মের মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য মূল প্রণেতাকেই উদ্যোগী হয়ে আবেদন করতে হবে।

৫. **সনদপত্র প্রদান :** কোনো সৃষ্টি কর্মের নিবন্ধনের জন্য যথাযথভাবে আবেদন করার পর রেজিস্ট্রার বা নিবন্ধক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে সৃষ্টি কর্মটির বিবরণ নিবন্ধন বইতে লিপিবদ্ধ করেন এবং মূল প্রণেতাকে সনদপত্র প্রদান করেন।

৬. **নির্দিষ্ট মেয়াদ :** বাংলাদেশে প্রচলিত কপিরাইট আইনের বিধান অনুযায়ী মূল প্রণেতা জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত সৃষ্টি কর্মটির কপিরাইট বা মালিকানাস্বত্ব তার মুত্যুর পরবর্তী বছর থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

৭. **নকলের বা প্রতারণার বিপক্ষে ব্যবস্থা:** কপিরাইট আইনের একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল এটা যে কোনো মৌলিক সৃষ্টি কর্মের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। যে কোনো প্রকার নকল বা প্রতারণার ক্ষেত্রে সুরক্ষা দান করে।

৮. **কপিরাইট ভঙ্গ সংক্রান্ত বিধান:** কপিরাইট আইনে শুধুমাত্র মৌলিক সৃষ্টি কর্মের সুরক্ষাই বিধান করা হয়নি সেই সাথে কপিরাইট লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে।

৯. **কপিরাইট ভঙ্গের পরিণতি:** কপিরাইট আইনের আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই আইনে কপিরাইট ভঙ্গের কোনো ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

## কপিরাইট নিবন্ধন

কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য ৭ খণ্ডে নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করা হয়। এগুলো (১) সাহিত্যকর্ম, কম্পিউটার, সফটওয়্যার, নাট্য ও সঙ্গীতকর্ম (২) শিল্পকর্ম (৩) চলচ্চিত্র বিষয়ক কর্ম (৪) রেকর্ড (৫) বেতার সম্প্রচার (৬) টেলিভিশন সম্প্রচার এবং (৭) ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগের অন্য কোনো মাধ্যম।

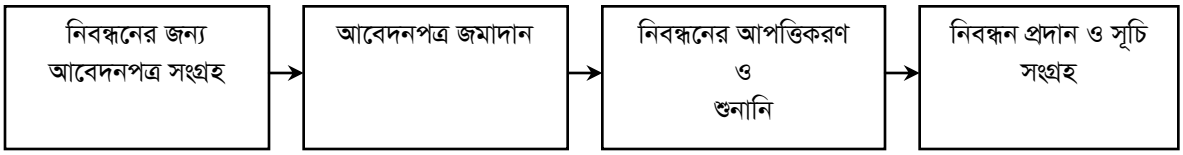


**চিত্র:** কপিরাইট নিবন্ধন পদ্ধতি

**(ক) নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ:** কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য আবেদন ফরম-২ সংগ্রহ করতে হয় এবং ফরমে উল্লেখিত বিষয় বা তথ্যসমূহ প্রদানপূর্বক তিন প্রস্থে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। কেবলমাত্র একটি কর্মের নিবন্ধনের জন্য একটি আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনের সাথে অবশ্যই কর্মের একটি কপি এবং নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে।

**(খ) আবেদনপত্র জমাদান:** নিবন্ধনের জন্য আবেদন দাখিল করার সময় আবেদনকারীকে উক্ত কর্মের কপিরাইটের স্বত্ত্বের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট আবেদনপত্রের একটি করে কপি প্রেরণ করতে হয় যেন কোনোরূপ বিরোধিতা থাকলে নির্ধারিত নিয়মে তা সংশোধন করা বা সীমাবদ্ধতা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

**(গ) নিবন্ধনের আপত্তিকরণ:** রেজিস্ট্রার বা নিবন্ধক আবেদনপত্র পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি কোনো পক্ষের বিরোধিতা বা আপত্তির নোটিশ না পান এবং আবেদনে বিবৃত তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তখন নিবন্ধক সন্তুষ্ট হয়ে কর্মটি নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে নিবন্ধক যদি কোনো আপত্তির নোটিশ পান কিংবা আবেদনে উল্লেখিত বিষয়সমূহের সত্যতা না পান কিংবা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে তদন্তসাপেক্ষে আবেদনে বিবরণসমূহ উপযুক্ত মনে না করেন, তাহলে এসকল বিষয় নিবন্ধন বইতে অন্তর্ভূক্ত করে আবেদনকারী এবং আপত্তিকারীসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর নিবন্ধক আবেদনকারী এবং বিরোধিতাকারীকে শুনানির সুযোগ

প্রদান করেন এবং সমূদয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি সাপেক্ষে সংশোধন বা পরিবর্তন করা অথবা শর্ত বা সীমাবদ্ধতা আরোপ অথবা এগুলো ব্যতীত কপিরাইট নিবন্ধনের অনুমতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(ঘ) **নিবন্ধন প্রদান ও সূচি সংরক্ষণঃ** কপিরাইট অফিসে নিবন্ধক কোনো কর্মের নিবন্ধন প্রদান করে এর সূচি সংরক্ষণ করেন। এই সূচী নিম্নোক্তভাবে সংরক্ষণ করতে হয়।

১. সাধারণ লেখ সূচি; ২. সাধারণ শিরোনাম সূচি;
৩. প্রতিটি ভাষায় কর্মের একটি লেখক সূচি; ৪. প্রতিটি ভাষায় কর্মের সূচি।

প্রতিটি সূচি বর্ণানুক্রমিকভাবে কার্ড আকারে প্রস্তুত করে সাজিয়ে রাখা হয়। কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন নিবন্ধিত কপিরাইট আবেদনের প্রেক্ষিতে ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে নিবন্ধকের মাধ্যমে সংশোধন বা পরিবর্তন করা যেতে পারে।

**কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনঃ** রেজিস্ট্রার কপিরাইট অফিসে নির্ধারিত ফরমে রেজিস্ট্রেশন সংরক্ষণ করা হয়। এতে কর্মের নাম ও শিরোনাম, কপিরাইট স্বত্ত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা এবং নির্ধারিত আরো বিবরণ উল্লেখ থাকে। কোনো ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধিত কপিরাইটের নকল গ্রহণ করতে ইচ্ছে পোষণ করলে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক কপিরাইট রেজিস্ট্রি অফিস হতে তা গ্রহণ করতে পারবে।

## কপিরাইট আইন ভঙ্গ করার পরিণতি

সাহিত্য, কম্পিউটার, প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার, নাট্য ও সঙ্গীতকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র বিষয়ক কর্ম, শব্দ ও গান, রেকর্ড, বেতার সম্প্রচার, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগসহ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কর্মের অধিকার লঙ্ঘন করে বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া, বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শনী করা, অনুমতি ব্যতীত অনুলিপি আমদানি ও রপ্তানি করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কপিরাইট আইন ভঙ্গ করা হয়। আমরা আগেই জেনেছি এসকল সৃষ্টিশীলতার অধিকার একমাত্র কপিরাইট মালিকের। সুতরাং কপিরাইট আইন ভঙ্গকারীর অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক শাস্তির বিধান রয়েছে।

কপিরাইট ভঙ্গ হলে কপিরাইটের মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী কপিরাইট আইনের ৭৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিকারের জন্য জেলা জজ আদালতে আবেদন করতে পারেন। জেলা জজ আদালতে কপিরাইট ভঙ্গের বিষয়টি প্রমাণিত হলে নিম্নোক্ত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

- কপিরাইট আইনের ৮২ ধারা মোতাবেক উল্লেখ করা হয়েছে যে, চলচ্চিত্র ব্যতীত অন্য কোনো কর্মের অধিকার কেউ লঙ্ঘন করলে বা করতে সহায়তা করলে তাকে অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা এবং ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। তবে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কপিরাইট অধিকার লঙ্ঘিত না হলে সেক্ষেত্রে আদালত ছয় মাসের মেয়াদে বা আরো কম মেয়াদে কারাদন্ড এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার কম জরিমানা করতে পারেন। একই ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি চলচ্চিত্র কপিরাইট অধিকার আইন ভঙ্গ করে বা করতে সাহায্য করে তাকে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর কিন্তু ন্যূনতম এক বছর মেয়াদে কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা কিন্তু ন্যূন্যতম এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে।
- কপিরাইট অধিকার আইন লঙ্ঘন করে কম্পিউটার প্রোগ্রামের কোনো কপি অনুলিপি করে বাজারে বিক্রয় করে বা বিতরণ করে বা কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করে, তাহলে তাকে অনূর্ধ্ব চার বছর এবং ন্যূনতম ছয় মাস মেয়াদে কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব চার লক্ষ টাকা এবং ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। আবার যদি আদালতে প্রমাণিত হয় যে, কম্পিউটার প্রোগ্রামটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিকভাবে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে লঙ্ঘিত হয় নাই, তাহলে আদালত আইন ভঙ্গকারীকে ন্যূনতম তিন মাসের কারাদণ্ড এবং ন্যূনতম পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারেন।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ** | কপিরাইট আইনের আরো ৩টি ইতিবাচক দিক/বৈশিষ্ট্য লিখুন।<br>কোনো একজন স্বনামধন্য শিল্পীর গান তাঁর অনুমতি না নিয়ে একটি মোবাইল কোম্পানি ওয়েলকাম টিউন করেছে। এক্ষেত্রে শিল্পীর করণীয় কী? প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে কিরূপ শাস্তি হতে পারে তা বর্ণনা করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- প্রকাশিত সাহিত্য, নাটক, সংগীত, শিল্পকর্ম, চলচিত্র, লিখিত বই প্রভৃতি ক্ষেত্রে রচয়িতা বা প্রণেতার মালিকানা স্বত্ত্বকে কপিরাইট বলে।
- কপিরাইটের যিনি মালিক, আইনসম্মতভাবে প্রাপ্ত অধিকারসমূহ ভোগ করার অধিকার একমাত্র তার।
- দেশের বর্তমান কপিরাইট আইন ২০০০ এর সংশোধনী আইন ২০০৫ এর অধীনে কপিরাইট বিধিমালা ২০০৬ কার্যকর।
- কপিরাইট আইনানুযায়ী একজন রচয়িতার মেধাজাত কর্মের ৬০ বছর পর্যন্ত কপিরাইট সংরক্ষিত থাকে।
- কপিরাইট নিবন্ধন বা এর সনদপত্র পাবার জন্য মূল প্রণেতাকে উদ্যোগী হতে হয়।
- কপিরাইটের দ্বারা গুণীর মর্যাদা বাড়ে, নতুন শিল্পকর্ম বিকশিত হয়।
- কপিরাইট আইন দ্বারা সৃষ্টিশীল কর্মের প্রণেতা আইনগত অধিকার লাভ করে।
- মৌলিক সৃষ্টি কর্ম একটি মেধাস্বত্ত্ব/বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি। এর রক্ষার জন্য কপিরাইট আইনের প্রয়োজন রয়েছে।
- কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিশীল কর্মের প্রণেতার অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার বা বাজারজাত প্রদর্শনী করে তখন কপিরাইট আইন ভঙ্গ করা হয়।
- সকল সৃষ্টিশীলতার অধিকার একমাত্র কপিরাইট সত্ত্বাধিকারীর।
- কপিরাইট আইন ভঙ্গকারীর অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক শাস্তির বিধান আছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশে কপিরাইট আইনটি প্রবর্তিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯৯১ (খ) ১৯৯৫
(গ) ১৯৯৮ (ঘ) ২০০০

২. কোনো মৌলিক কর্মের কপিরাইট প্রণেতার মৃত্যুর কত বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে?

(ক) ৫০ (খ) ৬০
(গ) ৭৫ (ঘ) ১০০

৩. কপিরাইটের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয়-

(ক) পণ্যের (খ) সেবার
(গ) মেধাস্বত্ত্বের (ঘ) প্রতিষ্ঠানের

৪. কপিরাইট আইনের বৈশিষ্ট্য হলো-

(i) আইনগত সুরক্ষা; (ii) মৌলিক সৃষ্টিকর্মের স্বীকৃতি; (iii) নির্দিষ্ট মেয়াদ।
নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. কপিরাইট প্রযোজ্য হয় কোন ক্ষেত্রে-

(i) প্রকাশিত সাহিত্য কর্ম; (ii) গানের সিডি; (iii) চলচ্চিত্র।
নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৮.৫ বিমার ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও বিমা করার প্রক্রিয়া

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- বিমার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিমার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিমা করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | ঝুঁকি হস্তান্তর, বিমা গ্রহীতা, বিমাকারী, প্রিমিয়াম |

## বিমার ধারণা

বিমা হল এক ধরনের লিখিত চুক্তি যেখানে বিমা গ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তাঁর সম্ভাব্য ঝুঁকি বিমাকারীর উপর অর্পন করে। আর বিমাকৃত বিষয়বস্তুর (জীবন বা সম্পত্তি) কোনো ক্ষতি হলে বিমাকারী বিমা গ্রহীতাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দেয়।

পৃথিবীতে অনেক প্রকার বিমা থাকলেও মূলত: চার ধরনের বিমা অধিক প্রচলিত।
১. জীবন বিমা; ২. নৌ বিমা; ৩. অগ্নি বিমা; ৪. দূর্ঘটনা বিমা।

বিশ্বের সর্বপ্রথম ইংলান্ডে নৌ বিমার প্রচলন হয়। পরে জীবন বিমা ও অগ্নি বিমা পর্যায়ক্রমে প্রচলিত হয়। এছাড়াও ডাক বিমা, শস্য বিমা, গবাদি পশু বিমা, গোষ্ঠী বিমা, চৌর্য বিমা, সম্পত্তি বিমা, দায় বিমা, বিশ্বস্ততা সর্বোচ্চ বিমা। তৎকালীন বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ১৯২৮ সালের বিমা আইনটি সংশোধন করে ১৯৩৮ সালে The Insurance Act, 1938" প্রণয়ন করা হয়। এর সাথে ১৯৫৮ সালে বিমা বিধিও কার্যকর ছিল। পরবর্তিতে ২০১০ সালে সরকার আইনটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে Insurance Act, 2010 চালু করে যার দ্বারা প্রায় ৭২টি বিমা কোম্পানি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

### বিমার প্রয়োজনীয়তা

বিমা বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়ত মানুষের সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, সামগ্রিক জাতীয় জীবন তথা আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে বিমা তার কার্যকারিতা ও অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছে। ফলে, বিশ্বের প্রায় সর্বত্র আজ বিমা ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ঘটেছে।
কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিমার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি পরিস্কার ধারণার জন্য এর প্রয়োগক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন- (ক) ব্যক্তি ও পরিবার জীবনে, (খ) শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, এবং (গ) সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে। নিম্নে এ তিনটি ক্ষেত্রে বিমার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হল:

### ক. ব্যক্তি ও পরিবার জীবনে বিমা

১. **বিমা নিরাপত্তা বিধান করে:** বিমা মানুষের বিভিন্ন প্রকার নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। যেমন- জীবন বিমা কোনো ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। অগ্নি-বিমা সম্পদের এবং নৌ-বিমা সামুদ্রিক ঝুঁকির নিরাপত্তা প্রদান করেন।

২. **বিমা মনের শান্তি যোগায়:** বিমাপত্র গ্রহণের ফলে ব্যক্তি নিজের, পরিবারের এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমাতে সমর্থ হন। ভবিষ্যতের অনাকাঙ্খিত দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থেকে ব্যক্তি ভাবনাহীন জীবন যাপন করতে পারে।

৩. **বিমা নির্ভরশীলতা দূর করে:** কোনো পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যগণ অসহায় হয়ে পড়তে পরে। সেক্ষেত্রে, তাদের আর্থিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি মৃত ব্যক্তির জীবন বিমাপত্র

থাকত, তাহলে বিমা কোম্পানি উক্ত পরিবারকে এককালীন বা পেনশন আকারে যে অর্থ দিত, তাতে সদস্যগণের পরনির্ভরশীল হতে হত না।

৪. **বিমা সঞ্চয় সৃষ্টি করে:** জীবন বিমা মূলত: নিশ্চয়তার বিমা। এ বিমাপত্রে বিমাগ্রহীতার মৃত্যু হোক বা চুক্তির নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বেঁচে থাকুক, তিনি আর্থিক সুবিধা পাবেনই। আর এ কারণে তাঁকে বিভিন্ন কিস্তিতে প্রিমিয়াম দিতে হয়। এতে এক ধরনের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। যা ব্যক্তিকে মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করে।

৫. **বিমা লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে:** বিমাগ্রহীতা জীবন বিমায় যে প্রিমিয়াম জমা দেয়; বিমা কোম্পানি তা বিভিন্ন লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে এবং মুনাফা করে। পরে বিমা কোম্পানি মুনাফার অংশসহ বিমাগ্রহীতাকে বিমাদাবি পূরণ করে। তাই, জীবন বিমা একটি লাভজনক বিনিয়োগক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে।

৬. **বিমা বন্ধকী সম্পত্তি রক্ষা করে:** অনেক সময় সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, বন্ধক দাতা মারা গেছেন বা অর্থ পরিশোধ করে সম্পত্তি ফেরত আনা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবন বিমাপত্র থাকলে এককালীন বড় অংকের অর্থ দ্বারা বন্ধকী সম্পত্তি মুক্ত করা সম্ভব হয়। এভাবে বিমা বন্ধকী সম্পত্তি রক্ষায় সহায়তা করে।

**খ. ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিমার গুরুত্ব**

বিমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিম্নরূপ:

১. **বিমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যবসায়ীকে রক্ষা করে:** একমালিকানা ব্যবসায়, অংশীদারী ব্যবসায়, কোম্পানি এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের যে কোনো ক্ষতি বিমাপত্রের বদৌলতে পূরণ হতে পারে।

২. **মূল ব্যক্তির অনুপস্থিতিজনিত ক্ষতিপূরণ:** মূলধন, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শক্তি-সামর্থ, কর্মক্ষমতা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সুখ্যাতি ইত্যাদি গুণ ও যোগ্যতার কারণে কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য একান্তই অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি অপরিমেয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এমন বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো বিমাপত্র প্রদান করে থাকে এবং অনিবার্য ধ্বংস হতে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

৩. **ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা:** যে কোনো বিপদাপদ বা দূর্ঘটনা অথবা প্রতিকূল অবস্থার কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়তে পারে তাতে হয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয় নতুবা ক্ষতি দিয়ে পরিচালনা করতে হয়। বিমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা থাকলে ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৪. **ব্যবসায়ের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে:** বিমার ফলে ব্যবসায়ীগণ দুশ্চিন্তা ও সমস্যামুক্ত হয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। ফলশ্রুতিতে তাঁরা ব্যবসায় কাজে অধিক মনোনিবেশ করতে পারে। যার দরুন ব্যবসায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৫. **ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি:** বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ আদায়কৃত প্রিমিয়ামের টাকা দ্বারা বড় ধরনের তহবিল গঠন করে এবং তা থেকে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে।

৬. **আমদানি রপ্তানি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন:** বিমা কোম্পানিগুলো কভার নোট প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানি-রপ্তানি তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৭. **শ্রমিক কর্মচারিদের কল্যাণ সাধন:** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারিদের কল্যাণ সাধন করার অপরিহার্য দায়িত্ব নিয়োগকর্তা বা মালিক পক্ষের উপর বর্তায়। সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা জীবন বিমা, দূর্ঘটনা বিমা, চিকিৎসা বিমা বা গোষ্ঠীবিমার মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারিদের আর্থিক সহায়তা করতে পারেন।

**গ. সামগ্রিক উন্নয়নে বিমার গুরুত্ব:** সামগ্রিক উন্নয়নে বিমার ভূমিকা অপরিসীম হওয়ায় এর একটি বিশেষ সামাজিক গুরুত্ব আছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল:

১. **সমাজের সম্পদ রক্ষা করে:** বিমা মানুষের জীবন সংশ্লিষ্ট ক্ষতি হ্রাস বা পূরণ করে অথবা এরূপ ক্ষতি যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ তথা দেশের সম্পদ রক্ষায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে।

২. **মূল্যস্ফীতি রোধ:** বিমা দু'ভাবে মুল্যস্ফীতি রোধ করে থাকে। যথা- (ক) প্রিমিয়ামের মাধ্যমে টাকা আদায় করে বাজারে টাকার যোগান কমিয়ে দিয়ে এবং (খ) উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বা ঋণ সরবরাহ করে। এতে মূল্যস্ফীতির ফাঁক

(gap) কমে যায়। আসলে মূল্যস্ফীতির মুল দুটি কারণ টাকার যোগান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস-যা বিমার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই বিমা মূল্যস্ফীতি রোধের একটি অন্যতম হাতিয়ার (device)।

৩. **দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিঃ** বিমা যে কোনো দেশের শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পলিসি চালু করে সর্বস্তরে উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

আর এভাবে বিমা প্রতিনিয়ত তার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ব্যক্তি, সমাজ তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো বির্নিমান ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।

## বিমা করার প্রক্রিয়া

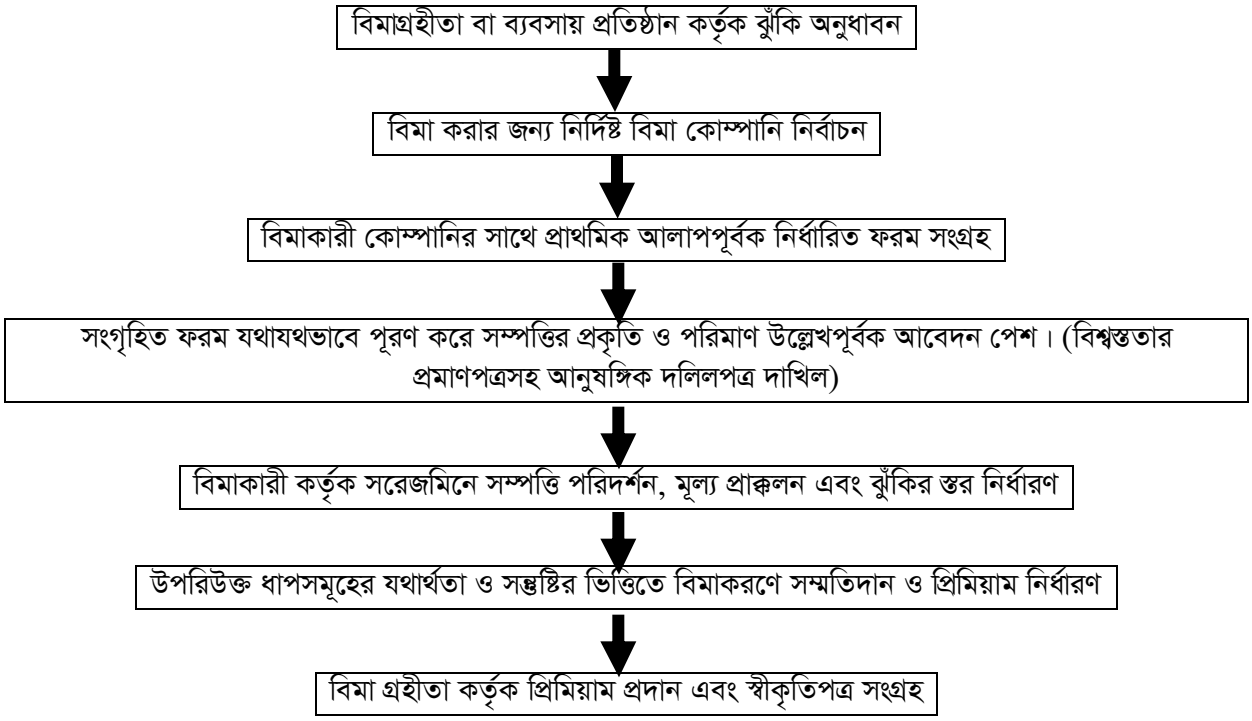


**অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত ৫টি জীবন বিমা ও ৫টি সাধারণ বিমা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন

| জীবন বিমা সংশ্লিষ্ট | সাধারণ বিমা সংশ্লিষ্ট |
|---|---|
| ১. | ১. |
| ২. | ২. |
| ৩. | ৩. |
| ৪. | ৪. |
| ৫. | ৫. |

**অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

আপনি একজন শিক্ষার্থী হিসেবে কোন্ ধরনের বিমা করবেন তার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করুন।

## সারসংক্ষেপ

- কোনা বিমা কোম্পানি হতে সরকারি বা এর প্রতিনিধির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিমাচুক্তির মাধ্যমে বিমা পলিসি সংগ্রহ করতে পারে।
- বিমাগ্রহীতা ও বিমাকারীর মধ্যে গৃহীত বিমা চুক্তি যথাযথ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যাতে উভয় পক্ষের আর্থিক ও আইনগত স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বিমা এমন একটি ব্যবসায় যা–
   (ক) নিয়ন্ত্রণমূলক (খ) নিরাপত্তামূলক
   (গ) প্রতিস্থাপনমূলক (ঘ) প্রতিযোগিতামূলক

২. ঝুঁকি সৃষ্টি হয় কি থেকে?
   (ক) অনিশ্চয়তা (খ) নিশ্চয়তা
   (গ) লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা প্রতিস্থাপনমূলক (ঘ) নিরাপত্তাহীনতা

৩. বিমা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের-
   (ক) ধারক (খ) বাহক
   (গ) রক্ষাকবচ (ঘ) নিয়ন্ত্রক

৪. বিমা কী ধরনের প্রচেষ্টা?
   (ক) সহায়তামূলক (খ) প্রতিস্থাপনমূলক
   (গ) সমবায় মূলক (ঘ) নিয়ন্ত্রকমূলক

৫. ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে বিমার গুরুত্ব হলো-
   (i) জীবনের নিরাপত্তা বিধান; (ii) নির্ভরশীলতা দূর; (iii) সঞ্চয় সৃষ্টি করে।
   নিচের কোনটি সঠিক?
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. ব্যবসায়ে বিমার গুরুত্ব হলো-
   (i) ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা; (ii) ব্যবসায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি; (iii) ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি।
   নিচের কোন্‌টি সঠিক?
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭. সামগ্রিক উন্নয়নে বিমার প্রয়োজন হলো-
   (i) সমাজের সম্পদ সুরক্ষা; (ii) মূল্যস্ফীতি রোধ; (iii) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।
   নিচের কোন্‌টি সঠিক?
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৮.৬ পরিবেশ আইন ও ব্যবসায়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- পরিবেশ আইন ও ব্যবসায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | ডাম্পিং, প্লান্ট |

## পরিবেশ আইন ও ব্যবসায়

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন করা হয়। ২০১০ সালে এই আইনকে সংশোধন করা হয়। এই আইন ছাড়াও পরিবেশ সংক্রান্ত আরো যে আইনগুলো আছে তা হলো:

বন আইন, ১৯২৭; বণ্য প্রাণি সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৩; মেরিন ফিসারিজ অধ্যাদেশ, ১৯৮৩; ইট ভাটা সংক্রান্ত আইন ১৯৮৯।

পরিবেশ আইনের বিধান সাপেক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে সমীচীন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পরিবেশ ক্ষতিরোধকল্পে সরকার এই বিধি দ্বারা ব্যবসায় ও শিল্প কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, মজুদকরণ, বোঝাইকরণ, পরিবহণ, আমদানি ও রপ্তানি, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

## ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ

মানুষের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে সৃষ্ট ক্ষতিকর পদার্থ ও তা নির্গমণের কারণে স্বাভাবিক পরিবেশের উপর প্রভাব পড়লে তাকে দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ ইত্যাদি।

### শব্দদূষণ

শব্দদূষণ বলতে মানুষের বা কোনো প্রাণীর শ্রুতিসীমা অতিক্রমকারী কোনো শব্দ সৃষ্টির কারণে শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনাকে বোঝায়। শব্দদূষণ বর্তমানে একটি বড় সমস্যা। প্রতিনিয়তই মোটরগাড়ির হর্ণ, কলকারখানার বিকট আওয়াজ, টেলিভিশনের শব্দ, মানুষের চিৎকার ও চেঁচামেচি, যেখানে-সেখানে মাইক ও ক্যাসেট বাজার শব্দ সব কিছু মিলিয়ে অপস্বরের এক মহাযজ্ঞ চলছে প্রতিনিয়তই। যানবাহনের হাইড্রোলিক হর্ণ আইন করে বন্ধ করতে হবে। আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা যেন গড়ে ওঠতে না পারে সে ব্যাপারে সরকারকে নজর দিতে হবে। বন ও পরিবেশ আইন ১৯৯৭ অনুযায়ী হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব এলাকাকে নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঢাকা বর্তমানে শব্দদূষণের নগর। ২০০৩ সালে ঢাকা নগরী হতে দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট অটোরিক্সা উঠিয়ে দেওয়ার পর শব্দদূষণের মাত্রা কমে গিয়েছিল।

### শব্দদূষণের ফলাফল

শব্দদূষণ যে শুধু বিরক্ত সৃষ্টি করে তাই নয়, মানবদেহের ধমনীগুলো বন্ধ করে দেয়, এডরনালিনের চলাচল বৃদ্ধি করে এবং হৃৎপিণ্ডকে দ্রুত কাজ করতে বাধ্য করে। ধারাবাহিক উচ্চ শব্দের মধ্যে থাকলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, শব্দদূষণ শ্রবণশক্তি নষ্ট করে এবং স্নায়ুর স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে। তাঁদের মতে, শব্দদূষণের কারণ রাজধানীতে এবং ঘনবসতি শহরগুলোর বসবাসকারী মানুষের হার্ট, কিডনি ও ব্রেনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। শব্দদূষণে শিশুদের মেজাজ খিটখিটে হচ্ছে। তারা শক্তি ও একনিষ্ঠতা হারাচ্ছে। এর প্রভাব তাদের লেখাপাড়ার ওপর পড়ছে। সব ধরনের শব্দদূষণের ফলেই মানুষের ঘুম, শ্রবণশক্তি, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। যে কোনো ধরনের শব্দদূষণই গর্ভবতী মায়েদের ক্ষতি করে মারাত্মকভাবে। শব্দদূষণের ফলে মানুষের মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

## বায়ুদূষণ

বাংলাদেশে বায়ুদূষণের পিছনে প্রধানত: দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত: কলকারখানার ধোঁয়া এবং দ্বিতীয়ত: যানবাহনের ধোঁয়া। সার কারখানা, চিনি, কাগজ, পাট এবং টেক্সটাইল মিলস, ট্যানারি, গার্মেন্টস, কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ থেকে প্রচুর পরিমাণ ধোঁয়া নির্গত হয় যে ধোঁয়াতে বেশিরভাগ থাকে কার্বন-ডাই অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড। বাংলাদেশে কতিপয় শিল্প যেমন হাজারিবাগের ট্যানারি, এমিট হাইড্রোজেন সালফাইড, এ্যামোনিয়া প্রভৃতি কেমিক্যাল থেকে সৃষ্ট বিষক্রিয়া থেকে মাথা যন্ত্রণাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়। দেশে ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, অধিকহারে যানবাহন বৃদ্ধি বায়ুদূষণে ভুমিকা রাখছে। বেবি ট্যাক্সি, টেম্পু, মটর সাইকেল, ট্রলি, নসিমন-করিমন, ইত্যাদি টু-স্ট্রোক যানবাহন থেকে অধিক ধোঁয়া নির্গত হয়। এছাড়া ঢাকা শহরসহ অন্যান্য শহরের ৯০% যানবাহন ত্রুটিপূর্ণ যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

### ফলাফল

বায়ুদূষণের ফলে স্বল্প মেয়াদে চোখ, নাকে ব্যথা হয়। এছাড়া ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়ার মতো মারাত্মক রোগ হয়। বায়ুদূষণের কারণে দীর্ঘমেয়াদে শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, ফুসফুস ক্যান্সার, হার্টের সমস্যা এমনকি ব্রেইন, নার্ভ, লিভার ও কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমরা কেউই বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত নই, তবে শিশুরা ও বৃদ্ধরা অধিকতর ক্ষতির শিকার হচ্ছে।

## পানিদূষণ

আমরা জানি, পানির অপর নাম জীবন। মানুষের শরীরের ৬৫% পানি। পৃথিবীর সকল উৎপাদনের মধ্যে ৭১% পানি। কিন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানির প্রতিনিয়ত দূষণের কারণে খাবার পানি সংকট দেখা দিচ্ছে এবং বাধ্য হয়ে দূষিত পানি ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। শহরের পানি মূলত পাশ্ববর্তী নদীগুলো থেকে বিশুদ্ধ করে পান করা বা ব্যবহার উপযোগী করে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এরপরও পানি দূষিত থেকে যায়। কলকারখানার বর্জ্য নদীতে ফেলা, ওয়াসার পানির লাইনের উপর অবৈধ পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা, পানির পাইপ লাইন ফেটে ময়লা-আবর্জনা প্রবেশ করা, পানির ট্যাঙ্ক ও পাইপে ময়লা জমাট বাঁধা ইত্যাদি কারণে শহরের পানি দূষিত হয়। গ্রামাঞ্চলে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক পানিকে দূষিত করে। ফসলের ক্ষেতে কীটনাশকের ব্যবহার, পুকুরে কাপড় পরিস্কার এবং মানুষ ও গবাদি পশুর গোসল করানো ইত্যাদি কারণে পুকুর ও নদীর পানি দূষিত হয়।

### ফলাফল

পানি দূষণের ফলে বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। যেমন- চর্মরোগ, ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, প্যারাটাইফয়েড জ্বর, বেসিলারি আমাশয়, অ্যামোবিক আমাশয়, পোলিওমাইলিটিস, হেপাটাইটিস এ,বি,সি ইত্যাদি রোগ।

## মাটি দূষণ

মৃত্তিকা দূষণ নিম্নরূপে সংঘটিত হতে পারে:

- ভূ-তলে সংরক্ষিত ট্যাঙ্কের জ্বালানি বিস্ফোরণ;
- আগাছানাশক, কীটপতঙ্গ ধ্বংসকারী কীটনাশক এবং সারের প্রয়োগ;
- কয়লা, ইট ভাটার ছাই;
- আবর্জনা ভূমির স্তুপ;
- উৎপাদিত শিল্পজাত বর্জ্যকে সরাসরি নিষ্কাষণ;
- পয়ঃনিষ্কাশনে ব্যবহৃত পানি ভূমিতে প্রয়োগ;
- সাধারণ রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে পেট্রোলিয়াম, হাইড্রোজেন ও কার্বনের মিশ্রিত যৌগ, কীটনাশক, সীসা এবং অন্যান্য ভারী পদার্থ মাটি দূষণের জন্য দায়ী।

### ফলাফল

মৃত্তিকা দূষণের ফলে মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায় এবং কৃষিজ উৎপাদন কমে যায়। ফলে মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়ে। দূষিত মাটি দিয়ে মাটির তৈরি কোনো উপাদান প্রস্তুত করা যায় না। এছাড়া ঘর-বাড়ি নির্মানের জন্য

ইট তৈরির কাজে দূষিত মাটি অনুপযোগী। দূষিত মাটির জন্য মৎস্য চাষ করা যায় না। এছাড়াও দূষিত মাটির বিষক্রিয়ায় মানুষের নানা ধরনের চর্মরোগ, এমনকি ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিও হতে পারে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ** | • আপনার এলাকায় বিভিন্ন শিল্প কলকারখানার মধ্যে ১/২টি পরিবেশবান্ধব প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়।
- পরিবেশ দূষণ রোধে প্রতিষ্ঠানের কিছু করণীয় আছে, যা পরিবেশ আইনে ব্যাখ্যা করা হয়।
- পরিবেশ আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো টেকসই উন্নয়ন।
- মাটি দূষণ বা মৃত্তিকা দূষণ বলতে রাসায়নিক বর্জ্যের নিক্ষেপ কিংবা ভূ-গর্ভস্থ ফাটলের কারণে নিঃসৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণের কারণে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হওয়াকে বুঝায়।
- রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ, দাহ্য তরল পদার্থ ও ময়লা পানি পরিশোধন না করে নদী ও উন্মুক্ত সুয়ারেজ লাইনে নির্গমন।
- শিল্প কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত $CO_2$ ও $CO$ সমৃদ্ধ ধোঁয়া পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশ পরিবেশ সুরক্ষা আইন প্রণীত হয় কত সালে?
   (ক) ১৯৯৫ (খ) ১৯৯৭
   (গ) ২০০২ (ঘ) ২০১০

২. বাংলাদেশে কত সালের বন আইন কার্যকর আছে?
   (ক) ১৯০৩ (খ) ১৯২৭
   (গ) ১৯৫৬ (ঘ) ১৯৭৩

৩. মেরিন ফিসারিজ অধ্যাদেশ জারি হয় কোন সালে?
   (ক) ১৯২৭ (খ) ১৯৭৩
   (গ) ১৯৭৭ (ঘ) ১৯৮৩

৪. বাংলাদেশে প্রচলিত ইট ভাটা সংক্রান্ত আইনটি প্রণীত হয় কত সলে?
   (ক) ১৯৮৯ (খ) ১৯৯৭
   (গ) ২০০২ (ঘ) ২০১০

৫. পরিবেশ দূষণ হলো-
   (i) বায়ুদূষণ; (ii) পানিদূষণ; (iii) শব্দদূষণ।
   নিচের কোনটি সঠিক?
   (ক) i ও ii (খ) i ও iii
   (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

# পাঠ-৮.৭ ISO সম্পর্কে ধারণা ও এর গুরুত্ব

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- ISO এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ISO এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | ISO (International Organization for Standardization) |

## ISO সম্পর্কে ধারণা

আইএসও (ISO) ইংরেজিতে International Organization for Standardization বা আন্তর্জাতিক মান সংস্থা যা বিভিন্ন দেশের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ একে ফেডারেশনও বলা যেতে পারে। এটি ১৯৪৭ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান অফিস সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। আইএসও এর প্রধান কাজ হলো শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মান নির্ধারণ, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মানের সনদপত্র প্রদান করা। বর্তমানে বাংলাদেশসহ এর সদস্য সংখ্যা ১৬৩ টি রাষ্ট্র।

সর্বপ্রথম ISO-9000 নামে একটি মান নির্ধারন করে সনদ প্রদান শুরু হয়। আমেরিকা, ইউরোপসহ এশিয়ার অনেক দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি এই মান অর্জনের চেষ্টা করে থাকে। বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে এই মান সম্পর্কিত সনদ লাভ করেছে। পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি ক্যাটাগরিতে মান নির্দিষ্ট করে ISO-9001, 9002, 9003, 9004 নামে আরো সনদ চালু করা হয়েছে। বিশ্বের অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠান বাজারে টিকে থাকার জন্য এই সনদ লাভ করেছে। যেমন General Eletric, Philips, SONY ইত্যাদি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ISO মান সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন- খাদ্য, পানি, জলবায়ু, সেবা, শক্তির দক্ষতা এবং পুনঃ ব্যবহার (Energy efficiency and renewable) গাড়ি ইত্যাদি। উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে ISO যে 19500 টি আন্তর্জাতিক মান সনদ প্রদান করেছে তন্মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি নিম্নরূপ:

| মান-সনদ | বিষয়সমূহ |
|---|---|
| ISO-9000 | সামগ্রিক মান ব্যবস্থাপনা (TQM) |
| ISO-14000 | পরিবেশ ব্যবস্থাপনা |
| ISO-50001 | জ্বালানি শক্তি ব্যবস্থাপনা |
| ISO-22001 | খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা |
| ISO-31000 | ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা |

## ISO এর গুরুত্ব

আইএসও একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও আদর্শমান নির্ধারণ এর ক্ষমতা অনেক বেশি। কেননা এর দ্বারা প্রণীত অধিকাংশ আদর্শমান ও চুক্তি পরবর্তিতে আইনে পরিণত হয়। সদস্যভূক্ত প্রতিটি দেশের সরকারের সাথে আইএসও এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আইএসও এর সাথে ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশনের (IEC) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যারা ইলেকট্রনিক পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করে থাকে। আইএসও এর ৯০০১: ২০০৮ সনদ বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি মানদণ্ড যা বিশ্বের ১৬৩টি দেশের ৮,০০,০০০ এরও বেশি কোম্পানিকে প্রদান করা হয়েছে। আইএসও ৯০০১ সংস্থাগুলোকে ভোক্তাদের গুণগত চাহিদা পূরণ, প্রয়োগযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী উপকরণসমূহ, ক্রেতা সন্তুষ্টি বৃদ্ধি এবং

এসকল উদ্দেশ্যগুলোর চলমান পারফরমেন্সে উৎকর্ষ সাধনসহ সামগ্রিক গুণগতমান ব্যবস্থাপনা বা Total Quality Management (TQM) নিশ্চিত করে।

### ISO সনদের সুবিধা হলো

- পণ্য বা সেবার গুণগতমান নিশ্চিত করে;
- পণ্যদ্রব্য ও সেবার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করে;
- বাজারে পণ্যটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে;
- কোম্পানিসমূহকে নতুন বাজার সৃষ্টি ও প্রবেশের (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) পথ সহজতর করে;
- ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে ঝুঁকির পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে;
- ব্যয় হ্রাস করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পরোক্ষভাবে ভুমিকা রাখে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | ISO এর আরো ৩টি গুরুত্ব বা তাৎপর্য উল্লেখ করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- আইএসও [International Organization for Standardizatioin (ISO)] হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বা সেবার আদর্শমান নির্ধারণের জন্য মাপকাঠি তৈরি করে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর মান সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে।
- আইএসও পণ্য সেবার মান নিশ্চিত করে।
- পণ্য বা সেবা ভোক্তার জন্য নিরাপদ কিনা তা নির্দেশ করে।
- প্রতিষ্ঠানের সামাগ্রিক ব্যয় কমিয়ে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- পণ্যে বা সেবার নতুন নতুন বাজার (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) সম্প্রসারণ করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. ISO প্রতিষ্ঠানটি কিসের সাথে সম্পর্কিত?
(ক) কপিরাইট (খ) ট্রেডমার্ক
(গ) পণ্যের মান (ঘ) পেটেন্ট

২. ISO-9000 সনদ প্রদান করা হয় কিসের জন্য?
(ক) সামাজিক দায়বদ্ধতা (খ) জ্বালানি ব্যবস্থাপনা
(গ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ঘ) গুণগতমান ব্যবস্থাপনা

৩. ISO-14000 সনদ প্রদান করা হয় কিসের জন্য?
(ক) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (খ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
(গ) সামাজিক দায়বদ্ধতা (ঘ) খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

৪. ISO-50001 সনদ দেয়া হয় কোন্ ক্ষেত্রে?
(ক) খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা (খ) জ্বালানি ব্যবস্থাপনা
(গ) গুণগতমান ব্যবস্থাপনা (ঘ) সামাজিক দায়বদ্ধতা

৫. IEC এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Internatioal Electric Company (খ) International Electro-technical Commission
(গ) International Electronic Company (ঘ) Inter-company Efficicency Commission

# পাঠ-৮.৮ বিএসটিআই এর ধারণা ও কার্যাবলি

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- বিএসটিআই এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিএসটিআই এর কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | বি এস টি আই |

## বিএসটিআই এর ধারণা

১৯৫৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অধীনে ঢাকায় Central Testing Laboratory ছিল একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে অন্য একটি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান Bangladesh Standards Institution কে একীভুত করে ১৯৮৫ সালের ২৫ জুলাই এক সরকারি অধ্যাদেশ বলে (Bangladesh Standard and Testing Institution) বিএসটিআই গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে কৃষি বিপণন ও শ্রেণিবিন্যাস পরিদপ্তরটি বিএসটিআই এর সাথে একীভূত করা হয়। এই বিএসটিআই হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত পণ্যের উৎস সম্পর্কে মান নির্ধারণকারী একমাত্র স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই বিএসটিআই এর রয়েছে কিছু শর্তযুক্ত বিধি বা নীতিমালা যা পূরণ করে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিএসটিআই লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। বিএসটিআই'র লাইসেন্স ছাড়া কেউ এর চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে না।

পণ্যের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে বিএসটিআই (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত পণ্য বা সেবার মান নিয়ন্ত্রণের দেশের সবচেয়ে ক্ষমতার অধিকারী প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি আইএসও-এর অধীনে দায়িত্ব পালন করলেও এটি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। বিএসটিআই দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত ১৫৩টির মতো পণ্যের মনোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড নম্বর ও সনদ দিয়ে থাকে।

### বিএসটিআই এর কার্যাবলি

১. বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবাসমূহের জন্য আদর্শমান নির্ধারণ;
২. পণ্য বা সেবার গুণগতমান নিরূপণ;
৩. ওজন ও পরিমাপের জন্য মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন;
৪. বিএসটিআই এর অনুমোদনের জন্য আবেদনকৃত পণ্যের মান পরীক্ষা;
৫. বিএসটিআই এর সন্তুষ্টি সাপেক্ষে এর প্রতীক ব্যবহারে অনুমতি দান;
৬. সরেজমিনে পরির্দশনের মাধ্যমে বাজারে প্রাপ্য পণ্য এবং খাদ্য সামগ্রীর মান পরীক্ষা;
৭. মান বর্হিভূত পণ্যসমূহকে নিষিদ্ধকরণ।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | আপনার এলাকার আশে পাশে উৎপাদিত কোন কোন পণ্যের বিএসটিআই মনোগ্রাম নেই তা উল্লেখ করুন। |

## সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের ভিতরে পণ্য ও সেবাসমূহের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বিএসটিআই।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মান নির্ধারণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিএসটিআই।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশে পণ্য ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো-
(ক) বিটিআরসি (খ) বিএসটিআই
(গ) বিটিসিএল (ঘ) বিএটিসি

২. বিএসটিআই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন্ সালে?
(ক) ১৯৭৭ (খ) ১৯৭৯
(গ) ১৯৮৫ (ঘ) ১৯৯৫

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. জনাব ইপন একটি উপন্যাস ছাপালেন, একুশের বইমেলার একেবারে শেষ দিকে বইটি বাজারে এল। বেশ জনপ্রিয়তা পেল এবং প্রথম মুদ্রণের ৫০০০ কপি দ্রুতই বিক্রি হয়ে গেল। তা দেখে তিনি আরে ১০০০০ কপি ছাপালেন। কিন্তু, ৫ দিন পর মেলায় গিয়ে দেখেন তাঁর বই-এর বিক্রি প্রায় শূন্য। জানতে পারলেন, বাজারে তার বইটির নকল বেরিয়েছে এবং কম দামে বিক্রি হচ্ছে । আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট গেলে তারাও তথ্য জেনে কোনো প্রকার সহযোগিতা করতে পারলো না।
(ক) পেটেন্ট কী?
(খ) বিমা বলতে কী বুঝায়? বর্ণনা করুন।
(গ) জনাব ইপনের দ্বিতীয় মুদ্রণের বই বিক্রি না হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) জনাব ইপনের মতো উদীয়মান লেখকদের সচেতনতাই পারে তাদের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে রাখতে-মূল্যায়ন করুন।

২. জনাব আব্দুল মান্নান ''বাংলাদেশ ও ব্যবস্থাপনা'' নামক একটি বই লিখেন। ''অহনা প্রকাশনী'' বইটির গ্রন্থস্বত্ব কিনে নেয়। বইটি পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হওয়ায় চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'তিশা প্রকাশনী' বইটির কভার পৃষ্ঠা ও বিষয়বস্তুর সামান্য পরিবর্তন করে হুবহু প্রকাশ করে। ফলে অহনা প্রকাশনীর বিক্রয় হ্রাস পায়। অহনা প্রকাশনী ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার চেয়ে তিশা প্রকাশনীর বিরুদ্ধে মামলা করে।
(ক) ট্রেডমার্ক কী?
(খ) ''বিমা হচ্ছে সদ্বিশ্বাসের চুক্তি''-ব্যাখ্যা করুন।
(গ) অহনা প্রকাশনীর গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় ব্যবসায়ের কোন আইনের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) আপনি কি মনে করেন অহনা প্রকাশনী আইনের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণে সক্ষম হবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১. ঘ ২. খ ৩. ঘ ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. গ ৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. গ ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ ঃ ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. ক ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. ক ৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ ঃ ১. খ ২. গ